নূরজাহান বেগম গং------- বাদী
বনাম
নূরুল আলম গং------বিবাদী

অপর মামলা নং-১২৮৩/২০২১

Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বুধবার the ১৩ day of এপ্রিল **, ২০২২**

Other Suit No. ১২৮৩ / ২০২১

নূরজাহান বেগম গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

নূরুল আলম গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১২/০১/২০১৭ খ্রিঃ, ১৫/০৫/২০১৭ খ্রিঃ, ১৩/০৬/২০১৭ খ্রিঃ; ২৮/০৮/২০১৭ খ্রিঃ; ১২/০৪/২০১৮ খ্রিঃ; ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ; ১৮/০২/২১ খ্রিঃ ; ০৬/১২/২০২১ খ্রিঃ ও ২৪/০৩/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব বলরাম কান্তি দাস Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব হোমাইরা কালাম জেনি Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

(১) তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন আছমত আলী। তার নামে আর এস -১০০৭ নং খতিয়ান শুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়। আছমত আলীর এক পুত্র, এক কন্যা ও এক স্ত্রী ছিল। পুত্র মকবুল আহমদ ১৯৫৯ সনে মৃত্যুবরণ করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৬০ সনে আছমত আলী মৃত্যুবরণ করেন।

আছমত আলীর মৃত্যুতে স্ত্রী ও কন্যা আমিনা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আছমত আলীর মৃত্যুর পূর্বে পুত্র মারা যাওয়ায় পুত্রের ওয়ারীশগণ ফারায়েজ মতে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হননি। আছমত আলীর মৃত্যুর পর কন্যা আমিনা খাতুন মৌরসীসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে ১৮/০৭/৭৭ ইং তারিখে কবলা মূলে আর এস ৫১২১ দাগের আন্দরে ৫ গন্ডা ভূমি নুরুল হক বরাবর হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে ২১/০৭/১৯৭৭ ইং তারিখে কবলা মূলে একই দাগের আন্দরে আরো ৩ গন্ডা সহ কতেক অনালিশী সম্পত্তি ওবাইদুস সালাম বরাবর হস্তান্তর করেন। ওবাইদুস সালাম ও নুরুল হক তাদের খরিদা ভূমি হতে ২৭/১২/১৯৭৭ ইং তারিখে (৩+১) = ৪ গন্ডা ভূমি ১ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। নুরুল হক তার অবশিষ্ট ৪ গন্ডা ভূমিতে পরিবার নিয়ে গৃহনির্মানে ভোগ দখলে থাকাবস্থায় ১৯৮৩ সনে বাদীগণ কে ওয়ারীশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। **সেই থেকে বাদীগণ নালিশী ৫১২১ দাগের ৪ গন্ডা ভূমিতে গৃহ নির্মান ও বৃক্ষাদি ফলিয়ে ভোগদখলে নিয়ত আছেন।**

(২) বিগত ১০/০১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ তাদের নামে বি এস খতিয়ানের ভিত্তিতে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব দাবি করেন। বাদীগণ বিগত ৩১/০১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে বি এস ১৯৮৯ নং খতিয়ানের সহি মুহুরী নকল উত্তোলন করে দেখেন যে, বি এস খতিয়ান ভুলভাবে রেকর্ড হয়েছে। তর্কিত বি এস খতিয়ানে ৭৭৪০ নং দাগে সমুদয় .০১৮ শতক সম্পত্তি বিবাদীগনের নামে ভুলভাবে রেকর্ড হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত .০১৮ শতক এর মধ্যে নুরুল হকের নামে বা তার ওয়ারীশ বাদীগনের নামে .০৮ শতক ভূমি রেকর্ড হওয়া উচিত ছিল। নালিশী তফসিলের ভূমি বি এস খতিয়ানে ভুল ও অশুদ্ধভাবে প্রচারিত হওয়ায় বাদীর স্বত্বে মেঘাবরণ পড়েছে যেকারনে বাদীপক্ষ অত্র মামলা দায়ের করেন।

(৩) অন্যদিকে, ১ নং বিবাদী আরজি বক্তব্য অস্বীকারপূর্বক লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীর মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে , নালিশী দাগের ভূমি আছমত আলীর ছিল। তার নামে আর এস খতিয়ান হয়। আছমত আলী এক পুত্র মকবুল আলী কে রেখে মারা যায়। মকবুল আলী এক পুত্র নুরুল আলম ও ২ কন্যা রশিদা ও মজমা খাতুন কে ওয়ারীশ রেখে মারা যায়। নালিশী দাগের সম্পূর্ন ভূমিতে নুরুল আলম ও ২ ভগ্নি ভোগ দখলে থাকাবস্থায় তাদের নামে বিএস খতিয়ান হয়। বাদীগণ বিভিন্নভাবে নানা দলিল সৃজন করিয়া মিথ্যা উক্তিতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেছে বিধায় তাহাদের মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

(৪) ৫-৮ নং বিবাদীগণ আরজি বক্তব্য অস্বীকারপূর্বক লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীর মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, নালিশী ভূমির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ছিলেন আছমত আলী। আছমত আলীর মরনে দুই পুত্র আমিরজমা ও আছরজমা এবং এক কন্যা মাহমুদা খাতুন ওয়ারীশ থাকে। আমিরজমা মরনে এক পুত্র সামছুল আলম ও এক কন্যা হাসনা খাতুন থাকে। হাসনা খাতুন মরনে ০২ পুত্র সিরাজুল হক ও আজিজুল হক এবং ০২ কন্যা দিলোয়ারা বেগম ও ছানোয়ারা বেগম ওয়ারীশ থাকে। তারা এ মামলায় পক্ষভুক্ত বিবাদী। আছরজমা মরনে ০৪ কন্যা , ০২

পুত্র ও ১ স্ত্রী ওয়ারীশ থাকে। নালিশী সম্পত্তি অত্র বিবাদীগণ পৈত্রিক সূত্রে স্বত্ত্বাবান ও ভোগদখলকার আছেন। নালিশী তফসিলের ভুমিতে বাদীপক্ষের কোন স্বত্বদখল নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমা খরচা সহ খারিজের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?
৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

(৫) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মাহমুদুর রহমান (P.W.1); শামছুল আলম (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০১ জন সাক্ষী যথা ১ নং বিবাদীপক্ষে আমমোক্তার মোহাম্মদ হারুন (D.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন।

বাদীপক্ষে ৩ নং বাদী মাহমুদুর রহমান (P.W.1) এবং বিবাদীপক্ষে মোহাম্মদ হারুন (D.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। সাহামিরপুর মৌজার আর এস ১০০৭ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী ১
২। সাহামিরপুর মৌজার বি এস -১৯৮৯ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী ২
৩। খাজনার দাখিলা ০২ ফর্দ	প্রদর্শনী ৩
৪। ০৬/০৬/১৯৭৭ খ্রিঃ তারিখের ৪১৩৯ নং কবলা	প্রদর্শনী-৪

৫। ২৭/১২/১৯৭৭ খ্রিঃ তারিখের ৬৯৩৩ নং কবলা	প্রদর্শনী-৫
৬। ২১/০৭/১৯৭৭ খ্রিঃ তারিখের ৪২৬৫ নং কবলা	প্রদর্শনী-৬

অপরদিকে, বিবাদীপক্ষ আমমোক্তার নামা এর মূলকপি(প্রদর্শনী- ক) দাখিল করেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

(৬) প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, অত্র মামলায় কিছু বিচার্য বিষয় রয়েছে যাহা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উক্ত প্রেক্ষিতে সেগুলো আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উক্ত বিচার্য বিষয় সমূহ একত্রে নেওয়া হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কিনা ?"

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব আছে এবং তৎ সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান অশুদ্ধ মর্মে ঘোষনার প্রতিকার প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন শাহমীরপুর মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ১,০৫,০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

(৭) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদী নালিশী আর এস-১১০৭ নং খতিয়ানভুক্ত আর এস ৫১২১ নং দাগের ১৮ শতক সম্পত্তির মধ্যে ৮ শতক ভুমি মৌরশী ওয়ারীশসূত্রে মালিক দখলকার হন। বাদীপক্ষ উক্ত ভুমিতে বসতগৃহ নির্মান সহ বৃক্ষাদি রোপনে ভোগদখল করিতেছেন। বিবাদীপক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল না

থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভুল ও অশুদ্ধ বি.এস খতিয়ানমূলে তারা বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল অস্বীকার করেছে। বিবাদীপক্ষের এরুপ কার্য নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব ও দখলে মেঘাবরণ পড়েছে। বিগত ১০/০১/২০০৮ ইং তারিখে ভুল বি এস খতিয়ান এর উপর ভিত্তি করে বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব দাবি করলে বাদীগণ বি এস রেকর্ড ভুল হওয়ার বিষয়ে জানতে পারেন। পরবর্তীতে ৩১/০১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ পূর্বক বি এস রেকর্ড বাদীর পূর্ববর্তী বা তাদের নামে নামে সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি মর্মে অবগত হন। ভুল বি এস রেকর্ডেও ভিত্তিতে বিবাদীদের দাবির প্রেক্ষিতে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্বে মেঘাবরণ পড়েছে। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(৮) বিগত ৩১/০১/২০০৮ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ১৩/০৪/২০০৮ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। এখানে ইহা উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে, তামাদি আইন ১৯০৮ অনুযায়ী মামলা করার অধিকার জন্মের ০৩ বছর সময়কালের মধ্যেই ঘোষনামূলক মামলা দায়ের করতে হয়। অত্র মামলা উক্ত তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে এবং মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট নয়।

এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৪ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

(৯) বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বাদীপক্ষের সাক্ষী মাহমুদুর রহমান (P.W.1) কর্তৃক দাখিলী আর এস খতিয়ান প্রদর্শনী- ১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, অত্র মামলার নালিশী সম্পত্তি আর এস ১০০৭ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তি। উক্ত খতিয়ানে আর এস **৫১২১** দাগের সমুদয় ১৮ শতক ভুমির মালিক ছিলেন আছমত আলী। বাদীপক্ষ দাবি করেন যে, আছমত আলী মারা গেলে তার এক পুত্র মকবুল আহমদ , এক কন্যা আমেনা খাতুন ও এক স্ত্রী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে, আছমত আলী শুধুমাত্র এক পুত্র মকুবল আলী কে ওয়ারীশ রেখে যান এবং পরবর্তীতে মকবুল আহমদ ১ পুত্র ও ২ কন্যা ১-৩ নং বিবাদীগণ কে ওয়ারীশ

রেখে মারা যান। কিন্তু **প্রদর্শনী-২, বি এস ১৯৮৯ নং খতিয়ান** দৃষ্টে দেখা যায়, মকবুল আহমদ ১ স্ত্রী, মাছুদা খাতুন, এক পুত্র নুরুল আলম ও দুই কন্যা রশিদা খাতুন ও মাজমা খাতুন কে ওয়ারীশ রেখে মারা গিয়েছিলেন।

(১০) বিবাদীপক্ষ মকুবল আহমদ কে আছমত আলীর একমাত্র ওয়ারীশ মর্মে দাবি করিলেও বিবাদীপক্ষের সাক্ষী মকবুল আহমদের দৌহিত্র (নাতী) মোহাম্মদ হারুন (D.W.1) জেরাতে স্বীকার করেছেন যে, " আমার ফুফু আমেনা খাতুন বেঁচে আছেন। কিন্তু তিনি মোকদ্দমায় কোন জবাব দাখিল করেননি।" পরে আবার বলেন " আমেনা খাতুন বেঁচে আছেন কিনা আমি তা জানি না"। D.W.1 এর এরুপ বক্তব্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, মকবুল আহমদের আমেনা খাতুন নামে এক বোন ছিল। অর্থাত আছমত আলীর আমেনা খাতুন নামে এক কন্যা ছিল মর্মে বাদীপক্ষের দাবি সত্য।

(১১) বাদীপক্ষ আছমত আলীর কন্যা আমেনা খাতুন কর্তৃক হস্তান্তরিত নালিশী সম্পত্তি জের খরিদদার হিসাবে মালিকানা ও দখলকার হন মর্মে দাবি করেছেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি আছমত আলীর পুত্র মকবুল আহমদ এর ওয়ারীশ হিসাবে তাদের মৌরসী সম্পত্তি মর্মে দাবি করেন এবং তদানুযায়ী তাদের নামে তর্কিত বি এস খতিয়ান রেকর্ড শুদ্ধ হয়েছে মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু বাদীপক্ষের দাবিমতে বিবাদীগণ মকবুল আহমদ এর জের ওয়ারীশ হিসাবে আছমত আলীর কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হননি। কেননা মকবুল আহমদ পিতার মৃত্যুর আগে ১৯৫৯ সালে মৃত্যুবরণ করেছিল। মুসলিম ফারায়েজ অনুসারে, মকবুল আহমদের ওয়ারীশগণ আছমত আলীর সম্পত্তিতে কোন অংশ পাবার হকদার ছিলেন না।

(১২) এখন প্রশ্ন হলো, মকবুল আহমদ তার পিতা আছমত আলীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন কিনা ? বাদীপক্ষ মকবুল আহমদ ১৯৫৯ সনে মৃত্যুবরণ করেছিল দাবি করেছেন । তবে উহার সমর্থনে কোন মৃত্যুসনদ দেখাতে পারেননি। এদিকে সাক্ষী D.W.1 বাদীপক্ষের দাবি সরাসরি অস্বীকার করেননি। তিনি জেরাতে তার দাদা মকবুল আহমদ পিতার জীবদ্দশায় ১৯৫৯ সনে মারা গিয়েছেন কিনা, তা জানেন না মর্মে উত্তর প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, বিবাদীপক্ষ মকবুল আহমদ এর সঠিক মৃত্যু সন কবে তা জবানবন্দি বা জেরার কোথাও উল্লেখ করেননি।

(১৩) বাদীপক্ষের দাবিমতে মকবুল আহমদ এর ওয়ারীশগণ আছমত আলীর সম্পত্তিতে অংশীদার না হওয়ায় তাহার ত্যাজ্যবিত্ত সম্পত্তি কন্যা আমেনা খাতুন ও স্ত্রী প্রাপ্ত হয়েছিল। বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.1 আমেনা খাতুন এর অস্তিত্ব জেরাতে স্বীকার করেছেন। প্রদর্শনী- ৪ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমেনা খাতুন ১৮/০৭/১৯৭৭ ইং তারিখে ৪১৩৯ নং কবলা মুলে নালিশী ৫১২১ দাগে ৫ গন্ডা বা ১০ শতক ভুমি বাদীগনের পিতা নুরুল হক বরাবর হস্তান্তর করেছিলেন। একইভাবে প্রদর্শনী- ৬ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আমেনা খাতুন ২১/০৭/১৯৭৭ ইং তারিখের ৪২৬৫ নং কবলামূলে নালিশী দাগে আরো ০৬ শতক ভুমি ওবাইদুস ছালাম চৌধুরী বরাবর হস্তান্তর করেছিলেন। প্রদর্শনী-৫ অত্র মামলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন দালিলিক প্রমান। প্রদর্শনী-৫ হতে দেখা যায়, ওবাইদুস ছালাম চৌধুরী ও নুরুল হক ২৭/১২/১৯৭৭ ইং তারিখে

৬৯৩৩ নং কবলামুলে নালিশী দাগে তাদের পূর্ব খরিদা সম্পত্তি থেকে (৬+২) = ৮ শতক ভূমি মকবুল আহমদের পুত্র ১ নং বিবাদী নুরুল আলম বরাবর হস্তান্তর করেছিলেন।

(১৪) বিবাদীপক্ষ প্রদর্শনী- ৪ ও প্রদর্শনী- ৬ বাদীপক্ষ কৃর্তৃক সৃজিত দলিল মর্মে দাবি করিলেও উহা উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা প্রমান করতে পারেননি।

(১৫) উপরিউক্ত হস্তান্তরসমুহ দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক আছমত আলীর মৃত্যুতে তাহার সম্পত্তি কন্যা আমেনা খাতুন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মকবুল আহমদ এর পুত্র নরুল আলম কর্তৃক নালিশী দাগের সম্পত্তি খরিদই প্রমান করে যে মকবুল আহমদ বা তার ওয়ারীশগণ আছমত আলী হতে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হননি। তার কারন, আছমত আলীর মৃত্যুর পূর্বেই পুত্র মকবুল আহমদ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সুতরাং মকবুল আলীর ১৯৫৯ সনে মৃত্যু হওয়ার বিষয়টি সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(১৬) P.W.1 নালিশী সম্পত্তি তাদের পিতা নুরুল হক এর খরিদা ভূমি মর্মে দাবি করেছেন। প্রদর্শনী-৪ ও প্রদর্শনী-৫ একত্রে আলোচনায় দেখা যায়, নুরুল হক আমেনা খাতুন থেকে নালিশী দাগের আন্দরে ৫ গন্ডা ভূমি খরিদ করার পর ১ গন্ডা ভূমি ১ নং বিবাদী নুরুল আলম বরাবর হস্তান্তর করেন। সুতরাং নালিশী দাগে অবশিষ্ট ৪ গন্ডা বা ৮ শতক ভূমিতে নুরুল হক এর ওয়ারীশ হিসাবে বাদীগনের স্বত্ব স্বার্থ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(১৭) দখল সমর্থনে P.W.1 দাবি করেছেন যে , নালিশী ০৪ গন্ডা ভূমির দক্ষিনপাশে পূর্বে টিনের ছাউনি যুক্ত মাটির কৌটা ছিল এবং বর্তমানে তারা সেমি পাকা গৃহ নির্মনা করে বসবাস করিতেছেন। নালিশী ভূমির খালি অংশে নারকেল, সুপারি আমগাছ সহ বিভিন্ন বৃক্ষাদি রোপনে তারা ভোগদখলে আছেন। P.W.1 এর এরুপ সাক্ষ্য P.W2 অনুসমর্থন পূর্বক বলেন যে নালিশী ভূমি বাদীগনের মৌরশি সম্পত্তি। তিনি তাদের কে চল্লিশ বছর ধরে ভোগদখল করতে দেখে আসছেন। নালিশী ভূমিতে বাদীগনের একটি ঘর আছে। বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.1 জেরাতে স্পষ্ঠত স্বীকার করেছেন যে, নুরুল হক ৮ শতক ভূমিতে আছেন। বর্তমানে সেখানে নুরুল হকের পুত্রের সেমিপাকা ঘর রয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষ দখলে রয়েছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের মৌরশী ওয়ারীশসূত্রে স্বত্ব স্বার্থ আছে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

(১৮) উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহা পরিস্কার যে, বাদীগণের পূর্ববর্তী নুরুল হক বিগত ১৮/০৭/৭৭ ইং তারিখে নালিশী আর এস ১০০৭ নং খতিয়ানে আর এস ৫১২১ নং দাগের আন্দরে ১৮ শতক ভূমি মধ্যে ১০ শতক ভূমি আর এস রেকর্ডীয় প্রজা আছমত আলীর কন্যা আমেনা খাতুন হতে খরিদ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ০২ শতক ভূমি ১ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। অবশিষ্ট ০৪ গন্ডা বা ০৮ শতক ভূমিতে নুরুল হক ভোগদখলে থাকাবস্থায় মারা গেলে বর্তমান বাদীগণ ওয়ারীশ হিসাবে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখল করে আসিতেছেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বি এস- ১৯৮৯ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত আর এস ১৯৮৯ দাগ বি এস খতিয়ানে ৭৭৪২ নং দাগ হয়েছে। কিন্তু বি এস খতিয়ানে মালিকের কলামে ৭৭৪২ দাগে ১৮ শতক সম্পত্তির আন্দরে বাদীর পিতা নুরুল হক বা তার ওয়ারীশ হিসাবে বাদীগনের এর কোন নাম আসেনি। প্রকৃতপক্ষে নুরুল হক বা তার ওয়ারীশগনের নামে ৮ শতক ভুমি রেকর্ড হওয়া উচিত ছিল। নালিশী দাগে বিবাদীদের নামে সমুদয় সম্পত্তি রেকর্ড হওয়া সঠিক ছিল না। সার্বিক বিবেচনায়, ইহা দিনের আলোর মতো পরিস্কার যে, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান রেকর্ড ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

(১৯) বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু সকল বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১ ও ৫-৮ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভুমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্ট বি.এস ১৯৮৯ নং খতিয়ানে নুরুল হক বা তৎওয়ারীশ হিসাবে বাদীগনের নামের স্থলে বিবাদীগণ এর নাম ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীর উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।